কুষ্টিয়ায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুই কেজি গাঁজা সহ মোঃ রতন সর্দার (৩৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে দৌলতপুর উপজেলার দাড়েরপাড়া-গোড়ারপাড়া জামে মসজিদ এর সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হইতে তাকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছে থাকা একটা ব্যাগ থেকে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটককৃত রতন সর্দার দৌলতপুর উপজেলার ভাগজোত (বাজারপাড়া) এলাকার মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি নাসির উদ্দীন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানাধীন দাড়েরপাড়া গ্রামস্থ দাড়েরপাড়া-গোড়ারপাড়া জামে মসজিদ এর সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে তাকে গাঁজাসহ আটক করা হয়। আটককৃত রতন সর্দার একজন মাদক ব্যাবসায়ী।

তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়। থানা এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ফোন করলেই বাড়িতে পৌঁছাবে আদ-দ্বীনের অক্সিজেন

মহামারী করোনায় বিপর্যস্ত সারাদেশ। খুলনা বিভাগসহ অনেক জেলায় দেখা দিয়েছে অক্সিজেন সংকট। এমন অবস্থায় করোনায় আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ালো আদ-দ্বীন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। খুলনা অঞ্চলের কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম দেয়াসহ অক্সিজেনের কষ্টে ভোগা মানুষদের পাশে দাঁড়াতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

বাড়িতে বসে কেউ অক্সিজেনের জন্য ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত কর্মীরা ছুটে যাবেন অক্সিজেন নিয়ে। আদ-দ্বীন হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অক্সিজেন সংকট দূর করতে করোনা আক্রান্তদের অক্সিজেন সহায়তা দিচ্ছে আদ্-দ্বীন ওয়েল ফেয়ার সেন্টারের প্রশিক্ষিত মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা। সেবা পেতে আদ্-দ্বীন কুষ্টিয়ার হট লাইন নাম্বার ০১৭০১২১৮০০৯, ০১৭০১২১৯০৬৫, ০১৭০১২১৮০১৮ যোগাযোগ করে যে কেউ অক্সিজেন সহায়তা নিতে পারবে।

এদিকে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ২টি সিপ্যাপ-বাইপ্যাপসহ হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ প্রফেসর দেলদার হোসেন, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. এসএম মুস্তানজীদ, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ এমএ মোমেন, আদ্-দ্বীন হাসপাতালের ম্যানেজার মো: রবিউল আওয়াল প্রমুখ।

আদ্-দ্বীন হাসপাতালের ম্যানেজার মো: রবিউল আওয়াল বলেন, আদ্- দ্বীনের কর্ম এলাকার মাঠ পর্যায়ের এসব কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে যে কেউ এ সহায়তা পাবেন। সংকটাপন্ন রোগীদের বিনামূল্যে আদ্- দ্বীনের অ্যম্বুলেন্সের মাধ্যমে সরকারি কোভিড হাসপাতলে পৌছে দিচ্ছে।

যে কোন দুর্যোগে আদ্-দ্বীন সবসময় মানুষের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও মানুষের পাশে থেকে কাজ করবে। দেশের করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অন্যান্য বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় লকডাউন অমান্য করায় ৬৩ জনকে জরিমানা

দুই সপ্তাহব্যাপী ঘোষিত লকডাউনে বৃহস্পতিবার সরকারি বিধি-নিষেধ অমান্য করায় কুষ্টিয়ায় ৬৩জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী জেলার ছয়টি উপজেলায় পৃথক পৃথক ভ্রাম্যমাণ

আদালতের অভিযানে এই অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জানা গেছে, করোনা সংক্রমণ রোধে সারাদেশে ১ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই দুই সপ্তাহ কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। লকডাউন কার্যকর করতে বৃহস্পতিবার জেলার সকল উপজেলায় আলাদা আলাদা ভ্রাম্যমাণ আদালতের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়। কিন্তু সরকারি বিধিনিষেধ উপক্ষো করে দোকান-পাট খোলা, অযথা ঘোরাফেরা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানায় পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়। অভিযানে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএ্নও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ৫৪ টি মামলায় ৪৩ হাজার ৮শ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

কুষ্টিয়ার স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃণাল কান্তি দে বলেন, দিনব্যাপী অভিয়ান পরিচালনা করে জেলা ছয়টি উপজেলায় ৬৩জনকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন, ২০১৮ (দন্ডবিধি,১৮৬০) বিধি মোতাবেক ৪৩হাজার ৮শ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তিনি আরও জানান, লকডাউন কার্যকর ও জনসাধারণকে সচেতন করতে সকল উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলায় মাইকিং করা হয়েছে। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে রয়েছে। যারা সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ১০ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ২২০ জন

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও নতুন করে আরও ২২০ জন শনাক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসনের কার্যালয় সুত্রে এ তথা জানা গেছে।

এদিকে, পিসিআর ল্যাব ও জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়ায় ৭৯২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২২০

জনের করোনা শনাক্ত করা হয়েছে। কুষ্টিয়ার করোনা ডেডিকেটেড ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আবদুল মোমেন জানান, হাসপাতালটি ২৫০ শয্যার হলেও করোনা রোগীদের জন্য ২০০টি শয্যা ব্যবহার করা হচ্ছে।

আর এই ২০০টি শয্যার বিপরীতে বর্তমানে করোনা পজিটিভ নিয়ে ২০২ ও করোনার উপসর্গ নিয়ে ৮৭ জনসহ মোট ২৮৯ জন ভর্তি রয়েছে। অতিরিক্ত করোনা রোগীর চিকিৎসাসেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন এখানকার চিকিৎসক ও সেবিকারা। তাঁরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও করোনা রোগীদের সর্বাত্বক সেবা দিয়ে যাচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

সম্প্রতি রোগীদের চাপের কারণে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ওষুধের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। বেশির ভাগ ওষুধই রোগীর স্বজনদের বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে। ওষুধ না থাকার বিষয়টি স্বীকার করলেন আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) তাপস কুমার সরকার।

তিনি বললেন, বগুড়া থেকে ওষুধ পাঠানো হচ্ছে। ওষুধ যেমন নেই, তেমনি ঘাটতি আছে হাই ফ্লো নাজাল ক্যানুলার। মাত্র ২১টি যন্ত্র রয়েছে, চাহিদার তুলনায় যা খুবই কম। আরএমও জানান, বৃহস্পতিবার হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসক নাসিমুল বারী ১০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও একটি হাই ফ্লো নাজাল ক্যানুলা দেন।

সরকারিভাবে চারটি আইসিইউ শয্যা থাকলেও সেটা নামমাত্র। শুধু শয্যা আছে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই। এদিকে, চলমান বিধিনিষেধে স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতার মধ্যেও যত দিন যাচ্ছে তত বেশি মানুষ বাইরে বের হচ্ছে। কোনোভাবেই স্বাস্থ্যবিধি মানছে না তারা।

এর মধ্যেই সরকারি বিধিনিষেধ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে দিনভর অভিযান চালিয়ে ৬৩ জনের কাছ থেকে ৪৩ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় করছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ওসি’র আকস্মিক মৃত্যু

কুষ্টিয়ার পোড়াদহ রেলওয়ে থানার (জিআরপি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়জুর রহমানের (৫২) আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপরের দিকে থানা চত্বরের বাথরুমে গোসল করার সময় আকস্মিকভাবে মারা যান তিনি।

হাসপাতালের চিকিৎসক ও পুলিশ স্টেশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ষ্ট্রোকজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। ফয়জুর রহমানের বাড়ি শেরপুর জেলার সদর উপজেলায়। তিনি গত মাসে পোড়াদহ রেলওয়ে থানার যোগদান করেছিলেন।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানা পুলিশের উপরিদর্শক (এসআই) শাহবুদ্দিন জানান, দুপুরে পৌনে ২ টার দিকে ওসি ফয়েজুর রহমান গোসল করতে বাথরুমে যান। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও বাথরুম থেকে তিনি না বেরুনোয় সহকর্মীরা বাইরে থেকে তাকে ডাকাডাকি করেন।

কিন্তু এতেও কোন সাড়া না পেয়ে বাথরুমের পিছনের ভেন্টিলেটর দিয়ে সহকর্মীরা দেখতে পান তিনি অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন মেঝেতে। ঘটনার পর খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের টিম ছুটে আসে। পরে বাথরুমের দরজা ভেঙ্গে ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মানস ভট্টাচার্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ষ্ট্রোকজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতালের চিকিৎসক জানান। রেলওয়ে পুলিশের সদস্যরা জানান, মৃত্যুর আগে তিনি ছিলেন সুস্থ-স্বাভাবিক। এছাড়া অসুস্থতার কোন লক্ষণ তার ছিল না। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

কুমারখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত-২

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক স্কুল শিক্ষকসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলো উপজেলার নন্দনালপুর ইউনিয়নের পুরাতন চড়াইকোল গ্রামের মৃত হিসাব উদ্দিনের ছেলে সদকী ইউনিয়নের পাথরবাড়িয়া মজিবুর রহমান হাইস্কুলের সহকারি শিক্ষক হাসিম উদ্দিন
(৫৫) ও একই উপজেলার সেরকান্দি এলাকার মৃত মুনছের প্রামাণিকের ভ্যানচালক টিপু প্রামাণিক (৪৫)।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, স্কুল শিক্ষক হাসিম উদ্দিন সকালের দিকে কুমারখালি থেকে খোকসা যাচ্ছিলেন এসময় জিলাপীতলা নামকস্থানে পৌঁছালে পিছন থেকে শ্যালোইঞ্জিন চালিত লাটাহাম্বা গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কের উপর ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

তিনি আরও জানান, বৃহস্পতিবার ভোর রাত তিনটার দিকে কুষ্টিয়া- রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কস্থ ময়েনমোড়ে এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত অবস্থায় ভ্যানচালক টিপু প্রামাণিক কে টহলরত অবস্থায় কুমারখালী থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় লকডাউন অমান্য করায়

৫৪ জনকে জরিমানা

দুই সপ্তাহব্যাপী ঘোষিত লকডাউনে বুধবার সরকারি বিধি-নিষেধ অমান্য করায় কুষ্টিয়ায় ৫৪জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার দিনব্যাপী জেলার ছয়টি উপজেলায় পৃথক পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এই অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

করোনা সংক্রমণ রোধে সারাদেশে ১ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই দুই সপ্তাহ কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। লকডাউন কার্যকর করতে বুধবার জেলার সকল উপজেলায় আলাদা আলাদা ভ্রাম্যমাণ আদালতের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়। কিন্তু সরকারি বিধিনিষেধ উপক্ষো করে দোকান-পাট খোলা, অযথা ঘোরাফেরা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানায় পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএ্নও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রে, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ৩৩ টি মামলায় ৩৬ হাজার ২শ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। কুষ্টিয়ার স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃণাল কান্তি দে বলেন, দিনব্যাপী অভিয়ান পরিচালনা করে জেলা ছয়টি উপজেলায় ৫৪জনকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন, ২০১৮ (দন্ডবিধি,১৮৬০) বিধি মোতাবেক ৩৬ হাজার ২শ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তিনি আরও জানান, লকডাউন কার্যকর ও জনসাধারণকে সচেতন করতে সকল উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলায় মাইকিং করা হয়েছে। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে রয়েছে। যারা সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লকডাউন বাস্তবায়নে কুষ্টিয়া

জেলা পুলিশের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নের কুষ্টিয়ায় সর্বাত্মক লকডাউন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বরাবরের মতই কঠোর ভুমিকায় মাঠেই আছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দেশব্যাপী সর্বাত্বক লকডাউন বাস্তবায়নে জেলা পুলিশ কুষ্টিয়ার আয়োজনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জনসচেতনতার জন্য বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার সজ্জিত গাড়ীবহর এবং সুসজ্জিত বাদকদলসহ এক শোভাযাত্রা কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্স হইতে বিভিন্ন এলাকায় প্রদক্ষিণ করে। এসময় জেলা পুলিশের বাদক দলের বাদ্যের তালে তালে করোনা সচেতনতামুলক অডিও প্রচার করা হয়।

এ শোভাযাত্রার উদ্দেশ্য শুধুই জনগনকে অদৃশ্যশক্তি মরণঘাতি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা। সামনে থেকে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে জন্মযোদ্ধা বাংলাদেশ পুলিশ তথা জেলা পুলিশ কুষ্টিয়া এবং ঘরে অবস্থান করে এই যুদ্ধে অংশ করবে জনগণ। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া মহোদয় লকডাউন বাস্তবায়নের জন্য সুশীল সমাজসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দের গুরুত্বপূর্ন ভুমিকার কথা উল্রেখ করেন। বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালীণ সবাইকে সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধি নিষেধ প্রতিপালন পূর্বক পুলিশকে সাহায্য করার জন্য আহবান জানান।

এদিকে কুষ্টিয়া জেলার সাত থানার সীমান্তবর্তী ও শহরের চেকপোস্টে কঠোর ভাবে পুলিশি নজরদারী থাকায় আন্তঃজেলা ও আভ্যন্তরীণ সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম বলেন, সারাদেশে মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরার বিকল্প নেই। সবাই সচেতন হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরুন। অকারনে বাইরে ঘোরাফেরা না করে সবাই নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করে মহামারি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যান। ঘরে থাকুন নিজে নিরাপদ থাকুন এবং আপনার পরিবারকে নিরাপদ রাখুন।চলমান লকডাউন ব্যক্তি সার্থে নয়, জনগনের কল্যাণের জন্য।সারাদেশে মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরার বিকল্প নেই।সবাই সচেতন হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরুন।অকারনে বাইরে ঘোরাফেরা না করে সবাই নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করে মহামারি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যান।সবাই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে এই অদৃশ্য শক্তির মোকাবেলা করতে হবে।

চলমান পরিস্থিতিতে কেহ বিধি-নিষেধ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে পুলিশ সুপার মহোদয় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এ লকডাইন বাস্তবায়ন শোভাযাত্রায় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ), জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন খাঁন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা), জনাব মোঃ রাজিবুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর),জনাব আতিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), বিভিন্ন থানার অফিসার ইনচার্জ, কুষ্টিয়া ট্রাফিক শাখা, কুষ্টিয়াসহ জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ফোর্সগণ।

কুষ্টিয়ায় ২৪ ঘণ্টায় করোনা- উপসর্গে ১৭ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এবং নতুন করে ২৩৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে তাদের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১০ জন ও উপসর্গ নিয়ে ৭ জন মারা গেছেন।

বুধবার সকাল ১০ টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ২৫০ বেডের করোনা ডেডিকেটেড এই হাসপাতালটিতে এখন শয্যার চেয়ে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি। করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ২৭৭ রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাই ১৮৭ জন। উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন আরও ৯০ জন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. তাপস কুমার সরকার জানান, শয্যা না থাকায় এখন রোগীদের মেঝেতে ও করিডোরে রাখতে হচ্ছে। প্রতিদিনই হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। রোগীর চাপ যেভাবে বাড়ছে তাতে সেবা দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বলে। এদিকে, কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৮০১টি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে নতুন করে ২৩৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ২৯ দশমিক ২১ ভাগ।

এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৯ হাজার ৪৩২ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৩০ জন। মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৫ জনে। নতুন করে শনাক্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরের ৯৬ জন, দৌলতপুরের ৪৭ জন, কুমারখালীর ৩৯ জন, ভেড়ামারার ১৭ জন, মিরপুরের ১৬ জন ও খোকসার ১৯ জন।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে পিতা-পুত্রের মৃত্যূ

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে পিতা-পুত্রের মৃত্যূ হয়েছে। বুধবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত চার ঘন্টার ব্যবধানে তাদের এ মর্মান্তিক মৃত্য হয়। কুষ্টিয়া বড় বাজারের ব্যবসায়ী ও শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা হাজী আব্দুল আজিজ (৮৫) ও তার ছেলে মতিয়ার রহমান (৫২)।

জানা যায়, কুষ্টিয়া বড় বাজারের ব্যবসায়ী হাজী আব্দুল আজিজ কয়েকদিন আগে করোনা আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার দুপুর সোয়া ১ টার দিকে মারা যান। এদিকে শহরের বেসরকারী ক্লিনিক তোফাজ্জুল হেলথ সেন্টারে চিকিৎসাধীন ওই ব্যবসায়ীর মেজো ছেলে করোনা আক্রান্ত মতিয়ার রহমান একই দিন বিকাল ৫ টার দিকে মারা যান। ক্লিনিকে চিকিৎসার এক পর্যায়ে মতিয়ার রহমান করোনা নেগেটিভ হলেও

হঠাৎ শারিরিক অবনতিতে তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহে কুষ্টিয়াতে করোনায় মারা গেছে ৮৮ জন। এছাড়া জেলায় এ পর্যন্ত মারা গেছে ২৯২ জন। করোনার ভয়াল তান্ডবে কুষ্টিয়ায় জেলায় যেন থামছে না মৃত্যূ মিছিল।